হায়দরাবাদে তসলিমা নাসরিনের ওপর মৌলবাদিদের হামলা

উগ্রবাদি তিন বিধানসভা সদস্য গ্রেফতার

আইএমএফ কর্মীদের হামলা থেকে তসলিমাকে রক্ষার চেষ্টা করছে সমর্থকরা- ছবি ঃএএফপি

।। তারিক হাসান, কলকাতা থেকে ।।

৯ সেপ্টেম্বর: ভারতের হায়দরাবাদে মৌলবাদীদের হামলার মুখে পড়লেন তসলিমা নাসরিন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদ প্রেসক্লাবে তসলিমার উপন্যাস 'শোধ' এর তেলুগু সংস্করণ প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের (এমআইএম) কর্মী-সমর্থকরা তার ওপর চড়াও হয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। এই হামলার নেতৃত্ব দেন এমআইএমের তিন বিধানসভা সদস্য। তারা তসলিমার উদ্দেশ্যে চেয়ার, ব্যাগ, বই, ফুলদানি কিংবা হাতের নাগালে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে মারে। এমআইমের তিন বিধানসভা সদস্য মৌসম খান, আফশার খান ও আহমেদ পাশাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এই হামলায় তসলিমা রক্ষা পেলেও তাঁকে আড়াল করতে গিয়ে আহত হন দুই প্রবীণ সাংবাদিক। হামলায় ভেঙ্গে যায় জানলার কাঁচ, আসবাবপত্রসহ বেশকিছু জিনিসপত্র। কয়েকজন আলোকচিত্রীর ক্যামেরা কেড়ে নিয়েও আছড়ে ফেলা হয়। এসময় আঙুল উঁচিয়ে তিন বিধান সভা সদস্য বাংলাদেশী এই লেখিকাকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে হায়দরাবাদ ছাড়তে বলেন। উদ্যোক্তা এবং উপস্থিত সাংবাদিকেরা তসলিমাকে ঘিরে রাখায় তাদের ধাক্কা দিতে দিতে কটূক্তি করা হয়।

গতকাল শহরের সোমাজিগুড়া এলাকায় অনুষ্ঠান চলাকালে প্রেসক্লাবে নির্বিঘ্নে ঢুকে পড়েছিল জনা চল্লিশেক উত্তেজিত এমআইএম সমর্থক। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ এ ঘটনার পরও কিছুক্ষণ প্রেসক্লাবে ছিলেন তসলিমা। উদ্যোক্তা ও সাংবাদিকেরা তাঁকে এরপর হোটেলে নিয়ে যান। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে এদিন দুপুরে তসলিমা দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

তসলিমার এই উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন তেলুগু লেখিকা কোমল। তিনিও নিরাপদে আছেন। আহত সাংবাদিক ইনাইয়া নরিশেট্টিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। টেলিফোনে তসলিমা সংবাদমাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ওরা চায় আমার মুখ বন্ধ করতে। হাতের কলম কেড়ে নিতে। কিন্তু আমি লিখবই। জীবন জুড়ে লিখব। এদিকে গোটা দেশেই তসলিমার ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা করা হচ্ছে। কলকাতায় লেখক কবি বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান, সিপিএম নেতা বিমান বসু বলেছেন, লেখিকার ওপর এ ধরনের আক্রমণ নিন্দনীয়। ইসলাম বিরোধিতা'র অভিযোগে 'লজ্জা'র লেখিকা তসলিমাকে ১০ বছর ধরে বাংলাদেশ ছেড়ে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হচ্ছে। মৌলবাদীদের ফতোয়ার পাশাপাশি ধর্ম-বিদ্বেষের সরকারি মামলাও আছে তার বিরুদ্ধে।

এদিকে তসলিমার আবেদনের প্রেক্ষিতে তার ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ আরো ৬ মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে। তবে তার নাগরিকত্বের আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। প্রসঙ্গতঃ আগামী ১৭ আগস্ট তসলিমার ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

পিটিআই জানায়, হায়দরাবাদের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের তৎপরতায় তসলিমা শারীরিক ক্ষতি থেকে রেহাই পেয়েছেন। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজক তেলুগু লেখক ইন্নাইয়া গুরুতর আহত হয়েছেন। নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ার পরও এমআইএম সমর্থকরা রণে ভঙ্গ না দেয়ায় তাকে পাশের একটি কক্ষে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। পুলিশ এসে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করলে তসলিমাকে বাইরে আনা হয়। হায়দরাবাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এম মধুসুধন রেড্ডি জানান, আটক তিন বিধানসভা সদস্যকে বানজারা হিলস পুলিশ স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

লজ্জার লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ওপর হামলার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, আবদুল বাশার, শিওলী মিত্র এবং কবি জয় গোস্বামী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। একজন লেখিকার ওপর এমন হামলাকে 'অশুভ ইঙ্গিত' বলেই মনে করেন তারা। বামফ্রন্ট, বিজেপি ও কংগ্রেস সমানভাবে তসলিমার ওপর হামলার নিন্দা করেছে। দুপুরে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, একজন লেখিকার ওপর এমন হামলা সেটাও প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করার সময়– এটা অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, এ হামলার সঙ্গে জড়িত মৌলবাদীদের অবিলম্বে গ্রেফতার না করলে এমন ঘটনা ঘটাতে তারা আরও উৎসাহিত হবে।

এনডিটিভি জানায়, কংগ্রেস নেতা ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি তসলিমা নাসরিনের ওপর মৌলবাদিদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এই টিভি চ্যানেলের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'যে কোনো মানুষের ওপর হামলা চালানো লজ্জাজনক ঘটনা। আমি সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থানে থেকে তসলিমার ওপর এই জাতীয় হামলার নিন্দা জানাচ্ছি'। সরকার কড়া দৃষ্টি নিয়ে হামলার তদন্ত করবে।